01 SEP 2016

যুগান্তর

ছোট্ট ক্যাম্পাসে চলছে 'বড়' শিক্ষা কার্যক্রম

ইন্দ্রজিৎ রায়, *যশোর ব্যুরো*

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা

যবিপ্রবি ১

চারটি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হওয়া যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) বর্তমানে ১৮টি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন সহস্রাধিক। আরও দুটি বিভাগ চালুর প্রক্রিয়া চলছে। সাত বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বাড়লেও ক্যাম্পাসের পরিধি বাড়েনি। মাত্র ৩৫ একরের ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠিও দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। এ ছাড়া বহুতল ভবনের অনুমতি মিললেও তা নির্মাণের প্রাথমিক কাজ এখনও শুরু হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, যশোর-চৌগাছা সড়কের আমবটতলায় ৩৫ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত যবিপ্রবির যাত্রা শুরু হয় ২০০৯ সালে চারটি বিভাগে ১০০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে। এরপর থেকে প্রতিবছর বিভাগ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে ১৮টি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ হাজার ৭৪ জন।

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ছোট্ট ক্যাম্পাসে চলছে 'বড়' শিক্ষা কার্যক্রম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের আয়তন ন্যূনতম ১০০ একর হওয়া উচিত। কিন্তু যবিপ্রবি ক্যাম্পাস সেই ৩৫ একরেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যেই রয়েছে একটি অনুষদ ভবন, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি ভবন, শেখ হাসিনা হল, শহীদ মশিউর রহমান হল ও ভিসির বাসভবন। নতুন নতুন অবকাঠামো, খেলার মাঠ ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য ক্যাম্পাস সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় যবিপ্রবির আয়তন অনেক ছোট। অবকাঠামোগত উন্নয়নও তেমন হয়নি। অল্প পরিসরে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলতে পারে না। শিক্ষার্থীদের জন্য স্টেডিয়াম, গবেষণার জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেন, পুকুর তৈরির জন্য খোলামেলা জায়গা প্রয়োজন। শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে ক্যাম্পাস সম্প্রসারণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী আহসান হাবীব বলেন, প্রতিবছর নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ৩৫ একর জমিতেই সীমাবদ্ধ। তুলনামূলকভাবে কম জায়গার ক্যাম্পাসে সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্যাম্পাস সম্প্রসারণে ন্যূনতম ৫০ একর জমি প্রয়োজন। এরই মধ্যে ৪৬ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের কমিটি সেটি যাচাই-বাছাই করছে। ওই জমি অধিগ্রহণ হলে ক্যাম্পাসের পরিধি বাড়বে।

জানতে চাইলে ভিসি প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার বলেন, নতুন অবকাঠামো উন্নয়ন, স্টেডিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরির জন্য ক্যাম্পাস সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ জন্য জমি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আগেই চিঠি দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসকের কাছে প্রতিবেদন চেয়ে চিঠি দিয়েছে। মন্ত্রণালয় জানতে চেয়েছে ওই জমিতে কোনো স্থাপনা কিংবা বাস্তুভিটা আছে কিনা। আমরা যে জমির প্রস্তাব দিয়েছি সেখানে বাস্তুভিটা বা কোনো স্থাপনা নেই। ফলে জেলা প্রশাসনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশাবাদী।

তিনি আরও বলেন, যতটুকু জায়গার দরকার ঠিক ততটুকু চেয়ে প্রস্তাব করেছি। যশোরের জমি সোনার চেয়ে খাঁটি। এ জমির একটুও নষ্ট করতে চাই না। আমরা জমির অপচয় রোধে ঊর্ধ্বমুখী ভবনে গুরুত্ব দিচ্ছি। দশ তলা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকটি দশ তলা ভবনের অনুমতিও দিয়েছেন।